"একই স্মারক ও তারিখে সংশোধিত আদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১১৬.৩১.০০৬.১৫/৭৯ তারিখঃ ১৮/১১/২০১৫ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশের সকল সরকারি বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাদক ও তামাকের অপব্যবহার রোধে সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নিম্নরুপ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে-

১) ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠিত হয়নি, সে সকল সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরুপ মাদক ও তামাক বিরোধী কমিটি গঠন করতে হবে।

সভাপতি : সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান
সদস্য : শিক্ষক প্রতিনিধি
সদস্য : অভিভাবক প্রতিনিধি
সদস্য : ছাত্র প্রতিনিধি
সদস্য সচিব : ক্রীড়া শিক্ষক/শারীরিক প্রশিক্ষক

২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদক ও তামাক বিরোধী কমিটি প্রতিমাসে সুবিধামতে সময়ে কমপক্ষে একবার সভা আহবান করবেন। সভায় সদস্যগণ আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি এবং তৃতীয় সপ্তাহে একটি উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করবেন। উক্ত সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের উপস্থিত থাকার আহবান জানাতে হবে। উক্ত কমিটি পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়নের বিষয়ে মূল্যায়ন করবেন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট দাখিল করবেন। সেই সাথে পুণরায় পরবর্তী কর্মসূচী প্রণয়ন করবেন, যা চলমান প্রক্রিয়া হবে।

৩) ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের তালিকায় মাদক ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরে পাঠ্য বিষয়ে সংযোজন ও এ বিষয়ে পাঠদানসহ মনিটরিং ও ফলোআপের জন্য প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক একজন শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

৪) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস এলাকার মাদ্রক ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে মাদক বিরোধী প্রচারনার উদ্যোগ এবং এ লক্ষ্যে আগামী ৩১শে মার্চ ২০১৬ এর মধ্যে ক্যাম্পাস এলাকার মাদক ও তামাক বিরোধী স্থায়ী ব্যানার, ফেষ্টুন স্থাপন ও পোস্টার লাগানো এবং নিয়মিতভাবে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ষ্টিকার, বুকলেট ও লিফলেট বিতরণ।

৫) দৈবচয়নের মাধ্যমে ডোপ টেষ্ট ও নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে আসক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের চিহ্নিত করা এবং অভিভাবকদের সংশ্লিষ্টতায় তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ ও আসক্তি নিবৃতকরণে প্রয়োজনে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। (উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীতকরণ বন্ধ রাখা থেকে বহিস্কার পর্যন্ত হতে পারে)। যা প্রতিষ্ঠান প্রধান/সংশ্লিষ্ট কমিটি নির্ধারণ করবেন।

৬) প্রতিষ্ঠান প্রধান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিকটবর্তী অফিস থেকে বর্ণিত উপকরণসহ কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন।

৭) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো, যা পত্র জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে। বিষয়টি অতীব জরুরী।

প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট (সকল), সরকারি-বেসরকারি কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা।
৩. উপ-পরিচালক (অঞ্চল)/জেলা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল)।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, (অফিস আদেশটি মাউশির ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
৫. পিএ টু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, (মহাপরিচালক মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
৬. অফিস কপি।